সাগরে নিম্নচাপ: আজ দেশের যেসব অঞ্চলে বৃষ্টি ও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা

দেশের অনেক অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। সাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের প্রভাবে এই বৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

কিন্তু নিম্নচাপ সত্ত্বেও কয়েকটি অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ।

সোমবার আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, উত্তর আন্দামান সাগর ও এর আশপাশের এলাকায় সৃষ্টি হওয়া সুস্পষ্ট লঘুচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে নিন্মচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে দেশের অনেক অঞ্চলে আজ সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিন্মচাপের মধ্যেও দেশের ১১টি জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায়ও এটি অব্যাহত থাকতে পারে।

দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সর্তকতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

অধিদফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, নিম্নচাপটি বর্তমানে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোসাগর এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্য এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলাসহ প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

এদিকে, গোপালগঞ্জ, রাঙামাটি, চাঁদপুর, শ্রীমঙ্গল, পাবনা,

নীলফামারি, মোংলা, সাতক্ষীরা, যশোর, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এটি কিছু কিছু এলাকায় অব্যাহত থাকতে পারে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পদত্যাগ করলেন দুই অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল

দুই অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও মো. মমতাজ উদ্দিন ফকির পদত্যাগ করেছেন। রবিবার সকালে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা জানান মুরাদ রেজা। তিনি বলেছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। তবে কি কারণে পদত্যাগ করেছেন সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি।

একই সময়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এর মাধ্যমে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজ উদ্দিন ফকির। এ বিষয়ে তিনি জানান, একান্ত ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এর বাইরে কিছু নেই বলেও জানান তিনি।

যদিও গত বৃহস্পতিবার নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগের পর থেকে ওই দুজনের পদত্যাগের খবর শোনা যাচ্ছিল। এর আগে গত ৮ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিনকে দেশের ১৬তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

এর আগে অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করা মাহবুবে আলম ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভাষা আন্দোলনের ‘আঁতুড় ঘরের’ সাক্ষী ডা. মির্জা মাজহারুল আর নেই

ভাষাসৈনিক অধ্যাপক ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রবিবার সকাল সোয়া ৯টায় রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর ৯ মাস ১০ দিন।

তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে হাসপাতাল সূত্র। বার্ধক্যজনিত নানান রোগে ভুগছিলেন তিনি। গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রবীণ এই চিকিৎসক ও ভাষা সংগ্রামী বারডেমের আইসিইউতে ভর্তি হন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বারডেম হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের অনারারি চিফ কনসালটেন্ট ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য ২০১৮ সালে একুশে পদক পান মির্জা মাজহারুল ইসলাম। ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি তার জন্ম।
মির্জা মাজহারুল ইসলাম ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের জড়িত হন এর সূচনাপর্ব থেকেই। তিনি এ আন্দোলনের প্রথম দুটি সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং প্রথম শহীদ মিনারের পরিকল্পনা ও নির্মানে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করেন তিনি। ভাষা আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি ঘটনায় মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। এই কমিটিতে তিনি প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে এ পরিষদ সম্প্রসারিত হয়। নিজেকে ভাষা আন্দোলনের ‘আঁতুড় ঘরের’ সাক্ষী বলে দাবি করেন এ ভাষাসৈনিক।

১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর পুলিশের পামলার পর তিনি হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় অসংখ্য আহত ভাষাকর্মীর অপারেশন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি যোগ দেন আমতলার জনসভায়। গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ

করেন ২২ ফেব্রুয়ারি।

মাজহারুল ইসলামের দাদা মির্জা মাহতাব উদ্দিন বেগ ব্রিটিশ সরকারের নমিনেটেড ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট এবং বাবা মির্জা হেলাল উদ্দিন ‘ডেভিড অ্যান্ড কোম্পানি’ ও ‘ল্যান্ডেল অ্যান্ড ক্লার্ক’ নামক দুটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকতা ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব বাংলার অর্থমন্ত্রী মির্জা নূরুল হুদা ছিলেন তার মামা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কালীগঞ্জে নবগঠিত ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের তাতী দলের শুভেছা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী ছাত্রদল কালীগঞ্জ উপজেলা, পৌর ও কলেজ শাখার নবগঠিত আহবায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দের তাতীদলের পক্ষ থেকে ফুলল শুভছা জানানা হয়েছে।

গত শুক্রবার সকাল শহরের দলীয় কার্যালয় জাতীয়তা বাদী স্বেছাসবক দলর পক্ষ থক নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দের ফুলল শুভেছা জানানো হয়েছে। নবগঠিত কমিটির উপজলা শাখার আহবায়ক মারুফ বিল্লাহ, সদস্য সচিব মসুম উদ্দিন শোভন, পর শাখার আহবায়ক জুয়েল রানা, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম, মাহতাব উদ্দিন কলেজ শাখার সাজিদ হাসান জনি, সদস্য সচিব কামরুল ইসলামসহ উপজেলা ছাত্রদলর যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল ইসলাম, আলাউদ্দিন, শাহাদৎ হোসন রিওন, তারেকুর রহমান টিপু, মেহেদী হাসান হিরণ, পৌর শাখার যুগ্ম আহবায়ক ইসরাফিল হোসেন জুয়ল, মুশফিকুর রহমান তানভীর, হাসানুজ্জামান ইভন, আশরাফুল ইসলাম নিরব, সাকিবুল হাসান, শিপন আহমদ।

কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আল আমিন, হারুন উর রশিদ রাজা, ইফতি জাহান, দিপু পারভজ, খালেদ সাইফুল্লাহ শাওন, উপজলা ছাত্রদলের সদস্য মনিরুজ্জামান মুনা, সাব্বির হাসান, গাজী তরিকুল, জুয়ল মিয়া, রাজিবুল ইসলাম রাজিব, পৌর ছাত্রদলের সদস্য মাসুম মন্ডল, তারিক মাহমুদ, সাকিবুল হাসান, মাহফুজ পারভেজ সহ বিপুল সংখ্যক

নেতাকর্মীকে ফুলেল শুভেছা জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজলা স্বেছাসবক দলের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন তপন, স্বেছাসেবক দলের নেতা বুলবুল আহমদ, সোহল রানা, জাহাঙ্গীর আলম, আলমগীর হোসেন, শহীদুল ইসলাম হিরু, দেলায়ার হোসেন,এ স এম মাসুম পারভেজ, তরিকুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান লিসান, এরশাদ হাসন সানা, সরোয়ার হোসেন, সাহেব আলী, সোহাগ হাসন, শাহ আলম, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিবাদের মাঝেও ধর্ষণের শিকার ৬ শিশুসহ ১৪ জন

ধর্ষণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে। দাবি উঠেছে ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের। সরকারও এ বিষয়ে আইন করার কথা ভাবছে। এর মধ্যেও বিভিন্ন স্থান থেকে ছয় শিশুসহ ১৪ জনকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। যশোর ও চট্টগ্রামে দুজনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার রাতে। অন্য নির্যাতিতদের মধ্যে দুজন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। সন্তানের পিতৃত্বের দাবিতে পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন এক নারী।

সাভার ও আশুলিয়ায় চার শিশু ও এক নারীকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৭
ঢাকার সাভার ও আশুলিয়ায় পৃথক স্থানে চারটি শিশু ও এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আশুলিয়ায় গত ৬ অক্টোবর তিন শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে হেলাল উদ্দিন শেখ (৫৭) নামের এক ব্যক্তিকে, আশুলিয়ায় এক গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে পাঁচজনকে এবং সাভারের নামা গেণ্ডায় ১২ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে জিয়ারুল নামের এক ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার রাতে আটক করেছে পুলিশ।

ভুক্তভোগী পরিবারের বরাতে আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক জয়ন্ত কুমার সাহা জানান, আশুলিয়ার তৈয়বপুরের উত্তর মোল্লাপাড়ায় বাড়িওয়ালা হেলাল উদ্দিন শেখ ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের ছয়ানী রসুলপুর গ্রামের

মৃত ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে। তৈয়বপুরে তাঁর বসবাস। গত ৬ অক্টোবর তিনি এক শ্রমিক দম্পতির দুই মেয়েশিশু ও আরেক শিশুকে মজাদার খাবার কিনে দেওয়ার কথা বলে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে হেলাল ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালান।

আশুলিয়ায় গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে আটককৃতরা হলেন রাজশাহীর রাজপাড়া থানার শ্রীরামপুর গ্রামের মোহাম্মদ শেখের ছেলে সাইফুল ইসলাম (১৮), আশুলিয়ার রুস্তমপুরের কৃষ্ণ সাহার ছেলে পাপ্পু সাহা (১৯), একই এলাকার মনোরঞ্জন সাহার ছেলে মিলন (২২), সনাতন সাহার ছেলে জ্যোতির্ময় সাহা (১৯) এবং অদম সরকারের ছেলে অন্তর (২০)।

পুলিশ জানায়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর এক পূর্বপরিচিত গৃহবধূকে ঢাকার মিরপুর থেকে রুস্তমপুরে ডেকে আনেন সাইফুল। পরে তাঁকে এলাকার জঙ্গলে নিয়ে সাইফুলসহ সাত বন্ধু ধর্ষণ করেন। গৃহবধূ প্রথমে রাজধানীর দারুস সালাম থানায় ও পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আশুলিয়া থানায় অভিযোগ করেন। আটককৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে ওই নারীকে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। নির্যাতিত পাঁচজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ও আটককৃতদের গতকাল শুক্রবার আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

চট্টগ্রামে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৮
চট্টগ্রাম নগরের মৌলভী পুকুরপাড় এলাকায় এক নারীকে (২২) রিকশা থেকে নামিয়ে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণের অভিযোগে এক নারীসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এলাকার এক গলিতে এ ঘটনা ঘটে।

নগর পুলিশের উপকমিশনার (উত্তর) বিজয় বসাক গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন জাহাঙ্গীর আলম, ইউসুফ, রিপন, সুজন, দেবু বড়ুয়া প্রকাশ জোবায়ের, শাহেদ, রিন্টু দত্ত প্রকাশ বিপ্লব ও মনোয়ারা বেগম। জাহাঙ্গীর, ইউসুফ, বিপ্লব ও দেবু পেশায় অটোরিকশাচালক।

বিজয় বসাক বলেন, ‘ভিকটিম নারী বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে রাঙ্গুনিয়ার গ্রামের বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম শহরে নিজ বাসার উদ্দেশে সিএনজি অটোরিকশাযোগে রওনা হন। রাত ১১টার দিকে কাপ্তাই রাস্তার মাথায় অটোরিকশা থেকে নেমে বাসার উদ্দেশে রিকশায় ওঠেন। পথে মৌলভী পুকুর এলাকায় ৮-১০ জন তাঁকে রিকশা থেকে নামিয়ে টেনেহিঁচড়ে

আরকান সড়কের মৌলভী পুকুর পারের একটি গলিতে ডাস্টবিনের পাশে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে ভিকটিমকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখান থেকে চান্দগাঁও থানায় ঘটনাটি জানানো হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী থানায় মামলা করেছেন।’

গ্রেপ্তার দেবু বড়ুয়া বলেন, ‘পুলিশের সোর্স সুমন এই ঘটনার হোতা। আমরা একই স্ট্যান্ডে সিএনজি চালাই। করোনার সময় গত দুই মাস আগে ওই নারী আমাদের এক বন্ধুর কাছ থেকে দুই হাজার টাকা নিয়ে যান। বৃহস্পতিবার রাতে কাপ্তাই রাস্তার মাথা এলাকায় ওই নারীকে দেখে সুমন আমাদের ডাক দেয়। পরে আমরা তার সঙ্গে আসি। মৌলভী পুকুর পার এলাকায় আমরা ওই নারীকে আটকিয়ে সেই টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করি। তখন তাঁর সঙ্গে একটি ছেলে ছিল। টাকার জন্য আমরা তাদের মারধর করে বাসায় চলে যাই। সকালে সুমন রাতের বিষয়ে কথা বলবে বলে বাসায় পুলিশ নিয়ে আসে। এরপর পুলিশ এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়।’

তবে বিজয় বসাক বলেন, ‘আমরা নিশ্চিত হয়েই তাদের গ্রেপ্তার করেছি। ভিকটিম মহিলাকে আমরা ছবিগুলো দেখিয়েছি।’

বাসে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ
যশোর সদর উপজেলার বকচর এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে এমকে পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে এক তরুণী যাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত মনিরকে আটক করা হয়েছে। একইসঙ্গে পাঁচ পরিবহন শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ বলছে, এটি সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা নয়। তবে বাসটি জব্দ ও ভুক্তভোগী তরুণীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

তরুণী সাংবাদিকদের জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজশাহী থেকে যশোরে আসার উদ্দেশে তিনি বাসে ওঠেন। এরপর ঘুমিয়ে পড়েন। পরে তাঁকে বাসে তিনজন ধর্ষণ করেন।

নলছিটিতে অপহরণের পর ধর্ষণের অভিযোগ
ঝালকাঠির নলছিটিতে এক তরুণীকে অপহরণের পর ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে পাঁচ যুবকের নামে মামলা করেছেন মেয়েটির মা। পুলিশ জানায়, নলছিটি শহরের ফেরিঘাট এলাকার নাসির হাওলাদারের ছেলে হাসান হাওলাদারের সঙ্গে ওই তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গত বুধবার সন্ধ্যায় হাসানের কথায় মেয়েটি দেখা করতে বাসার সামনে বের হন। তখন হাসান তাঁকে জোর করে কপালবেড়া গ্রামে আত্মীয় জনি সিকদারের বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এতে সহযোগিতা করেন জনি

সিকদার, রাব্বি, নাঈম ফকির ও সাব্বির।

বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ! স্বামী গ্রেপ্তার
জামালপুরের বকশীগঞ্জের নিলাক্ষিয়া ইউনিয়নের বিনোদের চর গ্রামে গত বুধবার রাতে বন্ধুকে দিয়ে নিজের স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলার আসামিকে গতকাল গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রধান আসামি গ্রেপ্তারকৃতের বন্ধু মোশারফ পলাতক। ভুক্তভোগী বৃহস্পতিবার রাতে বকশীগঞ্জ থানায় মামলাটি করেন।

সিপতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ
টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের হামিদপুরে গত ৬ অক্টোবর রাতে এক মাদরাসা শিক্ষার্থী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে সিপতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় কিশোরীর মা গত বৃহস্পতিবার ঘাটাইল থানায় মামলা করেছেন। ভুক্তভোগী আদালতে ২২ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে।

ভগ্নিপতির ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা
ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার ধীতপুর ইউনিয়নে দুলাভাইয়ের ধর্ষণে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার মেয়েটির বোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভালুকা মডেল থানায় মামলা করেছেন। পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। তাঁর বাড়ি ঈশ্বগঞ্জের রাজিবপুর ইউনিয়নের বিঘাগ্রা গ্রামে।

আ. লীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ৪
প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের মামলায় আসামি গোলজার হোসেন নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে পাবনার চাটমোহর থানা পুলিশ। গোলজার নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার জোনাইল ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে ও জোনাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। অন্যদিকে রাজশাহীর বাঘায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণ মামলার আসামি বাদশা আলমকে বৃহস্পতিবার রাতে বাগাতীপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্তঃসত্ত্বা ওই নারী এ ঘটনায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাঘা থানায় ধর্ষণ মামলা করেন।

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় এক নারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে গতকাল এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিনই ভুক্তভোগী নারী হাতিয়া থানায় মামলা করেন। গ্রেপ্তার ইউছুফ ডুবাই উপজেলার হরনী ইউনিয়নের আনিস মিয়ার ছেলে।

পৃথক ঘটনায় ফেনীর সোনাগাজীতে স্কুলছাত্রীকে গত ১ অক্টোবর ধর্ষণের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার তমিজ উদ্দিন মতিগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

সন্তানের পিতৃত্বের দাবিতে কাঁদছেন মা!
কুড়িগ্রামের রাজীবপুরে এক নারী (২০) তাঁর এক মাস বয়সী সন্তানের পিতৃত্বের দাবিতে থানার পুলিশ, চেয়ারম্যান ও সমাজের মাতাবরদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। গত ১ জুন থানায় মামলা করেও সরকারি দলের প্রভাব ও অর্থের কাছে হার মানতে হচ্ছে—এমন আশঙ্কা করে গতকাল সাংবাদিকদের কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সিরাজদ্দৌলা (৪৭) রাজীবপুর সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি, বড়াইডাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা ও সার ব্যবসায়ী। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, তিনি সিরাজদ্দৌলার বাড়িতে কাজ করার সময় তাঁর ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। এক মাস আগে তিনি সন্তান জন্ম দেন। সিরাজদ্দৌলা গত মঙ্গলবার আদালত থেকে জামিনে এসে নির্যাতিত পরিবারটিকে মামলা তুলে মীমাংসার জন্য চাপ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

তবে সিরাজদ্দৌলা বলেন, ‘প্রতিবেশীদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ ছাড়াও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা মেয়েটিকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে।’

রাজীবপুর থানার ওসি বলেন, তদন্ত কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। সূত্র- কালের কন্ঠ

পদ্মা সেতুর ৩২তম স্প্যান বসছে আজ

দীর্ঘ চার মাস পরে আজ শনিবার পদ্মা সেতুর ৩২তম স্প্যান বসছে। সবকিছু অনুকূলে থাকলে ‘১বি’ নামের এই স্প্যানটি বসানো হবে মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তের পদ্মা সেতুর ৪ ও ৫ নাম্বার পিলারের উপর।

এটি বসানো হলে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ৪ হাজার ৮০০ মিটার বা প্রায় ৫ কিলোমিটার।

গত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ৫টি স্প্যান খুঁটির ওপর বসানোর লক্ষ্য ছিল। তবে মাওয়া প্রান্তের মূল পদ্মায় প্রচণ্ড স্রোত থাকায় একটি স্প্যানও বসানো সম্ভব হয়নি। এখন পদ্মায় বন্যার পানি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের তীব্রতাও স্বাভাবিক গতিতে ফিরেছে। ফলে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজেও গতি ফিরেছে।

৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দ্বিতল পদ্মা সেতুতে মোট ৪২টি খুঁটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে মাওয়া প্রান্তে ২১টি ও জাজিরা প্রান্তে ২১টি। আর ৪২টি খুঁটির ওপর বসবে ৪১টি স্প্যান।

বাবরি মসজিদ মামলার রায় আজ

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে গুড়িয়ে দেয়া হয় ১৫ শতকের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ। ২৮ বছর পর সেই ঘটনার মামলার রায় হচ্ছে আজ (৩০ সেপ্টেম্বর)।

আজ সকাল ১০টায় রায় ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হবে। রায় ঘোষণা করবেন বিচারক সুরেন্দ্রকুমার যাদব রায়। রায় ঘোষণার সময় অভিযুক্তদের সশরীরে আদালতে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এই মুহূর্তে হৃষীকেশের হাসপাতালে ভর্তি উমা ভারতী।

এদিকে বয়সজনিত কারণে লালকৃষ্ণ আদবাণী এবং মুরলিমনোহর জোশী আদালতে যাবেন না বলে জানিয়েছেন আদবাণীর সচিব দীপক চোপড়া। আদালত ব্যবস্থা করলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁরা আদালতে হাজিরা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সূত্রঃ আনন্দবাজার

কর না দিতে যে কৌশলের আশ্রয় নেন ট্রাম্প, প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি বিভিন্ন কারণে বছরজুড়েই গণমাধ্যমের শিরোনামে থাকেন। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১০ বছর কর না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এভাবে তিনি বিশাল অংকের কর ফাঁকি দিয়েছেন বলে গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়।

এবার প্রকাশ্যে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয়ের পরিমাণ কম দেখাতে তার মেয়ে ইভানকাকে পরামর্শক হিসেবে দেখিয়েছেন।

জানা গেছে, ২০১০-২০১৮ সাল পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যয় করেছেন ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ডলারই গেছে মেয়ে ইভানকা ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টে। আর এভাবে তিনি পরামর্শ ফি বাবদ একটি মোটা অংকের অর্থ ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে দেখিয়েছেন।

যদিও কর বিবরণীতে পরামর্শকদের কোনও পরিচয় উল্লেখ নেই। কিন্তু ২০১৭ সালে ইভানকা ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন, তখন তার দেওয়া সেই আর্থিক বিবরণীর সঙ্গে এই গোপন কর নথি মিলিয়ে দেখলে এর প্রমাণ মেলে।

সে সময় ইভানকা জানান, তিনি তার মালিকানা রয়েছে এমন একটি পরামর্শক সংস্থার কাছ থেকে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৬২২ ডলার ফি হিসেবে পেয়েছেন। হাওয়াই ও ভ্যাংকুভারে ট্রাম্প অরগানাইজেশনের মালিকানাধীন হোটেল প্রকল্প থেকে ঠিক এই পরিমাণ অর্থই পরামর্শক ফি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন কোম্পানিতে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যুক্ত রয়েছেন ইভানকা। ফলে তিনি সেই প্রকল্প থেকে পরামর্শক ফি নিয়েছেন, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে তিনি রয়েছেন এবং যার লভ্যাংশের একটি অংশ যায় তার পকেটে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তত দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে

ইভানকা ট্রাম্প একই সঙ্গে দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজের বাবার মালিকানাধীন কোম্পানিতে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত বড় কর্মকর্তার ভূমিকায় যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন পরামর্শকের ভূমিকায়ও। দুই ভূমিকাতেই বড় অংকের অর্থ তিনি নিয়েছেন। আর এই ভূমিকার কারণে তার বাবা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয় থেকে সাড়ে ৭ লাখ ডলার কমিয়ে ফেলতে পেরেছেন।

এ বিষয়ে অবশ্য ট্রাম্প অরগানাইজেশনের আইনজীবীর কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েও পায়নি সিএনএন। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, ইভানকার নামে পরামর্শক ফি হিসেবে এই অর্থ দেখানোটা অনৈতিক। নিউইয়র্ক টাইমস হয়তো এর চিহ্নটিই কেবল প্রকাশ্যে আনতে পেরেছে। কারণ, ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে পরামর্শক ফি বাবদ ট্রাম্পের দেখানো ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার কোথায়, কার কাছে গেছে, তার কোনও হদিস নেই। ইভানকার অংশটি বাদ দিলে বাকি আড়াই কোটি ডলার কার কাছে গেছে, তার কোনও খোঁজ নেই।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে ইভানকা ট্রাম্পের কার্যালয় ট্রাম্পের প্রচার দলের সঙ্গে কথা বলা অনুরোধ করে সিএনএনকে। আর ট্রাম্পের প্রচার দলের মুখপাত্র টিম মারটাগ পুরো বিষয়টিকেই ‘ভুয়া’ আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

চাঞ্চল্যকর রিফাত হত্যা মামলার রায় আজ, সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা হবে আজ বুধবার। বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আছাদুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক এই আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন

শেষে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য এ দিন নির্ধারণ করেন।

এছাড়া এ মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক অন্য ১৪ আসামির বিরুদ্ধেও সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বরগুনা নারী ও শিশু আদালতে এই সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষ হয়। যেকোনও দিন রায়ের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন আদালত।
সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ২৬ জুন। ওই দিন সকালটি আর ১০টি সকালের মতোই শুরু হয়েছিল রিফাত শরীফের। কিন্তু সেই সকালটি হয় তার জীবনের শেষ সকাল। বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে হঠাৎ কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনীর হামলার শিকার হন রিফাত। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি।

কিন্তু বর্বরচিত এই হত্যাকাণ্ড সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনী প্রকাশ্যে রিফাতকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন বিকালেই বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

যেভাবে খুন হন রিফাত

বুধবার, ২৬ জুন সকালে বরগুনা সরকারি কলেজে যান রিফাতের স্ত্রী মিন্নি। পরে স্ত্রীকে তাকে আনতে কলেজে তিনি। মিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে বের হচ্ছিলেন রিফাত। কলেজের গেটে ওঁৎ পেতে থাকা কিছু সন্ত্রাসী রিফাতকে কলেজ গেট থেকে টেনে নিয়ে নয়ন বন্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে নিয়ে যায়। তারা রিফাতের ওপর আক্রমণ করে। হঠাৎ নয়ন বন্ড দৌঁড়ে গিয়ে একটি রামদা নিয়ে আসে। এরপর সেটি দিয়ে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে রিফাতকে। এসময় মিন্নি অনেক চেষ্টা করেও ফেরাতে পারেনি হামলাকারীদের। পরে একটি রিকশায় করে হাসপাতালে নেওয়া হয় রিফাতকে। দূর থেকে এই দৃশ্য কে বা কারা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নয়নের কোপানোর দৃশ্য দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন।

কে এই নয়ন বন্ড?

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের তথ্যমতে, পৌর শহরের বিকেবি রোডের শহরের ধানসিঁড়ি এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকির ছেলে সাব্বির হোসেন নয়ন। তিনি ছিলেন মাদকাসক্ত। শুধু তাই নয়, রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড ছিলেন অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ। পরে তিনি

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

এই নয়নের কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। ‘কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত’ বনে যাওয়ার মতো ছিঁচকে চুরি আর ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় বরগুনার সাব্বির হোসেন নয়ন।

দলীয় কোনও পদ-পদবি না থাকলেও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে ছিঁচকে চোর থেকে বরগুনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় সে। মাদক বিক্রির পাশাপাশি পৌর শহরের বিকেবি রোডের ধানসিঁড়ি এলাকার নিজ বাসায় মাদকসেবীদের মাদক সেবনের সুযোগও করে দিত নয়ন। সুবিধা পাওয়ায় মাদকসেবীরাও ভিড়ত তার কাছে। এভাবে ধীরে ধীরে বরগুনা শহরের মাদকের ডন বনে যায় সে। নিজের বাসা মাদকের আখড়ায় পরিণত করে নয়ন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়: রিফাতের বাবা

বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষণা করবেন আদালত। এরই মধ্যে এ মামলার একমাত্র জামিনপ্রাপ্ত আসামি আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি আদালতে হাজির হয়েছেন। আদালতে পৌঁছেছেন রিফাত শরীফের পরিবারও।

রিফাতের বাবা আবদুল হালিম দুলাল শরীফ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, রিফাত শরীফ হত্যা মামলার রায়ে সব আসামির যেন সর্বোচ্চ শাস্তি হয়। মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়। আজ বুধবার সকালে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ’আমি চাইবো যারা প্রকৃত দোষী তাদের যেন আদালত সর্বোচ্চ শাস্তির রায় দেন আর যারা নির্দোষ তারা যেন নায্য বিচার পায়। ওই ছেলেগুলো (রিফাত হত্যা মামলার আসামি) এখনো উঠতি

বয়সী। আজ তাদের পরিবারগুলো ধ্বংসের মুখে। আমি তো ছেলে হারিয়েছি, তারাও ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শুধু মিন্নির প্ররোচনায় এমন ঘটনা ঘটেছে।
‘

তবে আসামিদের মধ্যে মিন্নি বেকসুর খালাস পাবেন বলে আশা করছেন তার আইনজীবী মাহবুবুল বারী। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিন্নি আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পাবে। মিন্নি তার স্বামী রিফাত শরীফকে সেদিন রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, যা ভাইরাল হওয়া ভিডিও প্রমাণ। শুধু তাই নয়, আহত রিফাত শরীফকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, এ মামলার রায়ে রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি বেকসুর খালাস পাবে বলে প্রত্যাশা তার বাবা মো. মোজাম্মেল হোসেন কিশোরের। মিন্নির বাবা মোজাম্মেল হোসেন কিশোর বলেন, আমরা আসলেই হয়রানির শিকার। জীবন বাজি রেখে মিন্নি তার স্বামীকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। অথচ মিন্নি প্রধান সাক্ষী থেকে এখন আসামির কাঠগড়ায়, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন